দৈনিক বাংলা

তারিখ 0 5 DEC 1989
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

শিক্ষাঙ্গনে ১৮ বছরে তিন শতাধিক সংঘর্ষ আগ্নেয়াস্ত্রের সমারোহ

॥ খায়রুল আনোয়ার ॥

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের ফলে শুধু জীবনহানিই ঘটছে না—অসংখ্য ছাত্র-যুবক আহত হচ্ছেন। এমনকি অনেকে চিরতরে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছেন। অপরদিকে ছাত্র সংঘর্ষে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে।

দায়িত্বশীল সূত্রের এক খতিয়ানে দেখা যায়, স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত দেশের শিক্ষাঙ্গনে বড় ধরনের ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে চার শতাধিক। রক্তক্ষয়ী এসব সংঘর্ষে আহতের সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও বেশি। '৭২ সালের পয়লা জানুয়ারী থেকে '৮৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে ৩১৮টি বড় আকারের সংঘর্ষ হয়। এতে আহত হয়েছেন তিন হাজার ৫৮১ জন। এদের অধি-

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষাঙ্গনে ১৮ বছরে

(প্রথম পৃঃ পর)

কাংশই ছাত্র। বাকীরা আহত হয়েছেন গত ২৫ মাসের সন্ত্রাসে। ছোটখাট্ট সংঘর্ষের হিসাব উল্লিখিত হিসাবের বাইরে।

সন্ত্রাসের ঘটনায় এ পর্যন্ত বিভিন্ন ছাত্রাবাসের অসংখ্য কক্ষ তছনছ এবং ভাংচুর হয়েছে। ভস্মীভূত হয়েছে ছাত্রাবাস। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাড়িঘর-দোকান পাট।

স্বাধীনতার পর একদিকে যেমন সংঘর্ষের ধরন পাল্টে গেছে, তেমনি সন্ত্রাসী কার্যকলাপে হাতিয়ারেরও বদল ঘটেছে। এছাড়া সন্ত্রাস বিশেষ কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সন্ত্রাস বিস্তৃত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে মাদ্রাসা পর্যন্ত।

'৭২ সালের আগে ছাত্র সংঘর্ষে হকিস্টিক, লাঠিসোটাই ছিল প্রধান হাতিয়ার। ছুরি-চাকুর ব্যবহারও দেখা গেছে মাঝে-মধ্যে। তবে সে সময় পিস্তল-রিভলবার বা ঐ জাতীয় অস্ত্রের ব্যবহার ছিল কম। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে সন্ত্রাসী তৎপরতায় হকিস্টিক, লাঠি-সোটার স্থান দখল করে নিয়েছে কাটা রাইফেল, পিস্তল রিভলবার ইত্যাদি। এমনকি সাম্প্রতিককালে এসএমজি, এমএম রাইফেলের মত অস্ত্রও ব্যবহার হতে দেখা গেছে। এছাড়া ব্যাপকভাবে বেড়েছে বোমাবাজির ঘটনা। কোন কোন সংঘর্ষে গ্রেনেড ব্যবহার করার ঘটনাও ঘটেছে। যেমন ১৯৮২ সালে ডাকসুর নির্বাচনের প্রাক্কালে রাতের বেলা ইসলামী ছাত্র শিবিরের একটি মিছিলে গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। গ্রেনেড বিস্ফোরণে মিছিলের তিন-চার জন কর্মীর হাত-পা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কয়েকজন কর্মী বোমা এবং ধারালো অস্ত্রের আঘাতে পঙ্গু হয়েছেন।

গত পাঁচ মাসের এক খতিয়ানে দেখা যায় যে, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী তৎপরতায় চার শতাধিক ছাত্র আহত হয়েছেন। এ সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসের মুখে ৩০টিরও বেশি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়। উল্লিখিত সময়ে অর্ধ শতাধিক প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একাধিকবার ছাত্র সংঘর্ষ হয়েছে।

বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত দুই মাসে প্রায় নিত্য সংঘর্ষ এবং সন্ত্রাসী তৎপরতা অব্যাহত ছিল। বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলো দিন-দুপুরে বা গভীর রাতে হানাহানিতে লিপ্ত হয়েছে। মধ্যরাতে গোলাগুলি এবং বোমাবাজিতে ক্যাম্পাস হয়েছে প্রকম্পিত। ক্যাম্পাসের আতংকিত বাশিন্দারা নির্ঘুম রাত কাটান। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে হল ছাত্র সংসদের নেতাসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

শুধু গত মাসেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮টিরও বেশি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। সন্ত্রাসের শিকার হয়ে ২৯শে নবেম্বর রাতে নির্দলীয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অসাধারণ মেধাবী ছাত্র আরিফ আহমেদ গুলিবিদ্ধ হয়ে জীবন হারালেন।

উপরোক্ত খতিয়ান ও ঘটনাবলী বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে এখনকার সন্ত্রাসে হতভাগা ছাত্র-যুবকদের অধিকাংশই গুলিতে নিহত হচ্ছেন। বোমাবাজি এবং গ্রেনেড হামলার শিকার হয়ে অনেকে হচ্ছেন পঙ্গু।

বিবৃতি

দৈনিক বাংলায় সোমবার প্রকাশিত "শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস" শীর্ষক বিশেষ প্রতিবেদনে ১৫০ জন ছাত্র হত্যার খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতীয় ছাত্র আন্দোলনের আহবায়ক শফিকুল হক এক বিবৃতিতে আরিফ আহমেদ এবং জামিল আখতারের মত ছাত্রদের মৃত্যুকে জাতীয় ক্ষতি হিসাবে উল্লেখ করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে মহল বিশেষ এবং ক্ষমতাহারা রাজনৈতিক দল নিয়ন্ত্রিত ছাত্র সংগঠনগুলো শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে।